ভাস

স্বপ্নবাসবদত্তা :

উৎস—ভাস রচিত 'স্বপ্নবাসবদত্তা' নাটকটি প্রসিদ্ধ-উদয়ন কথা অবলম্বনে রচিত। এটি ছয়-অঙ্ক বিশিষ্ট নাটক জাতীয় রূপক। ভাসের রচিত সমস্ত নাটকগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই নাটকটি।

কাহিনী—উদয়ন বাসবদত্তাকে বিবাহ করে তার রাজকর্তব্য বিস্মৃত হয়েছিলেন। শত্রুরা রাজ্য আক্রমণ করলে মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ রাজাকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে প্রচার করলেন যে বাসবদত্তা ও মন্ত্রী নিজে অগ্নিকাণ্ডে মারা গেছেন। তারা ছদ্মবেশে মগধ রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। পদ্মাবতীর সঙ্গে বিবাহ হলে রাজা উদয়নের ভাগ্যোদয় হবে, এই ভবিষ্যদ্‌বাণী শুনে পদ্মাবতীর সঙ্গে উদয়নের বিবাহের ব্যবস্থা করলেন তিনি। স্বপ্নে রাজা বাসবদত্তার সঙ্গে মিলিত হলেন। এরপর উদয়নের হৃত রাজ্য-পুনরুদ্ধার হলে বাসবদত্তার সঙ্গে উদয়নের পুনর্মিলন ঘটল।

নামকরণ—স্বপ্নের মাধ্যমে বাসবদত্তার সান্নিধ্য-লাভ ও নায়ক-নায়িকার পুনর্মিলন হওয়ায় 'স্বপ্নবাসবদত্তা' নাটকের নামকরণ সার্থক হয়েছে।

ভাসের প্রতিভার মূল্যায়ন—ভাস যথেষ্ঠ প্রতিভাবান নাট্যকার। ভাস-সংলাপ রচনায় সিদ্ধহস্ত। খুব ছোট ছোট সংলাপের মাধ্যমে তিনি মনের ভাব প্রকাশে সমর্থ। কাহিনী নির্মাণে ও চরিত্র-চিত্রণে ভাস দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। বাসবদত্তা, যৌগন্ধরায়ণ, পদ্মাবতী প্রভৃতি চরিত্রগুলি তার অসাধারণ সৃষ্টি। ঘটনার গতিশীলতা, কল্পনার বিশালত্ব ভাসের রচনার বৈশিষ্ট্য। আলোচ্য নাটকেও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এই নাটকটি সম্পর্কে রাজশেখর 'সূক্তিমুক্তাবলী'তে যে মন্তব্য করেছিলেন তা ভোলার নয়—

"ভাস নাটকচক্রেঽপি
ছেকৈঃ ক্ষিপ্তে পরীক্ষিতুম্।
স্বপ্নবাসবদত্তস্য
দাহকোঽভুন্ন পাবকঃ।।"

অর্থাৎ, ভাসের নাটকগুলি (সমালোচনার) আগুনে-দগ্ধ হলেও স্বপ্নবাসবদত্তা নাটকটি সম্পূর্ণ অক্ষত ছিল। রাজশেখরের এই উক্তিই প্রমাণ করে তখন ভাসের এই নাটকটি কি অসাধারণ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

Scanned by CamScanner

প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ :

উৎস—গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা'র পরবর্তী সংস্করণ সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগরে'র তৃতীয়- চতুর্থ তরঙ্গের উদয়ন কাহিনী অবলম্বনে প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ নাটকটি রচিত। এই নাটকটির দুটি নাম দেখা যায়—(১) প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ (২) প্রতিজ্ঞা নাটিকা।

এটি চার অঙ্কের নাটক। সম্ভবত প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ ও স্বপ্নবাসবদত্তাকে যুক্ত করে একটি প্রকরণ (দশ অঙ্কের নাটক) লেখার অভিপ্রায় ছিল নাট্যকারের। স্বপ্নবাসবদত্তার পূর্বভাগ এই যৌগন্ধরায়ণ।

কাহিনী—বৎসরাজ উদয়ন মৃগয়ায় বের হন। অবন্তীরাজ মহাসেন প্রদ্যোত কৌশলে তাকে বন্দী করান। মহারাজ প্রদ্যোত উদয়নকে রাজকন্যা বাসবদত্তার বীণা-শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করেন। উদয়ন ও বাসবদত্তার মধ্যে প্রণয়ের সঞ্চার হয়। রাজা উদয়নের প্রধান মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি বাসবদত্তা ও উদয়নকে উদ্ধার করবেন। তিনি তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলেন।

ভাসের প্রতিভার মূল্যায়ন—যৌগন্ধরায়ণ চরিত্রটি এই নাটকে সব থেকে উল্লেখযোগ্য। কাহিনী নির্মাণের দক্ষতায় ভাস অনন্য। ভাসের ভাষা সত্যই সরস্বতীর হাসির সঙ্গে তুলনীয়। তার সংলাপ রচনার পটুত্ব বিস্ময়কর। ভাস যশসম্পন্ন সাহিত্যিক। কালিদাস তাঁর 'মালবিকাগ্নিমিত্রম' নাটকে ভাসকে প্রথিতযশা কবি বলেছেন—'প্রথিতযশসাং ভাসসৌমিল কবি পুত্রাদীনাম্।' ভাস সম্পর্কে এই মূল্যায়ন যথার্থ।

প্রতিমা :

উৎস—বাল্মীকির রচিত 'রামায়ণম্'-এর অযোধ্যা ও অরণ্যকাণ্ড অবলম্বনে ভাস 'প্রতিমা' নাটকটি রচনা করেন। তিনি বেশকিছু মৌলিক কাহিনী সংযোজন করেছেন। এটি সপ্তাঙ্ক নাটক।

কাহিনী—রামচন্দ্রের অভিষেক হল, কৈকেয়ীর বর-প্রার্থনার পর রাম সীতা বনবাসে গেলেন। দশরথ পরলোকগমন করলেন। ভরত ছিলেন মাতুলালয়ে। তিনি অযোধ্যায় ফিরলেন। পথে প্রতিমা গৃহে প্রবেশ করে দেখলেন, সেখানে তার পিতৃপুরুষের প্রতিমা সংস্থাপিত হয়েছে। সেখানে দশরথের স্থান পেয়েছে। তিনি পিতার মৃত্যুসংবাদ পেলেন এখান থেকেই। রামচন্দ্র পিতার মৃত্যুসংবাদ শুনলেন। রাবণ কাঞ্চনপার্শ্ব মৃগ দিয়ে পিতৃ তর্পণের পরামর্শ দিলেন রামকে। মারীচ ঐরূপ মৃগের ছদ্মবেশে দেখা দিল। কুটির শূন্য হলে রাবণ সীতাকে হরণ করলেন। রাম-রাবণকে হত্যা করে সীতা উদ্ধার করলেন। পরে অযোধ্যায় ফিরলেন তিনি। রামের অভিষেক হল।

নামকরণ—প্রতিমাগৃহে ভরতে পিতৃপুরুষদের সঙ্গে দশরথের প্রতিমা দর্শনের ঘটনাই এরকম নামকরণের কারণ।

ভাসের প্রতিভার মূল্যায়ন—ভাসের কল্পনার চমৎকারিত্ব লক্ষ্য করা যায় এই নাটকে। প্রতিমাগৃহ, কাঞ্চনপার্শ্ব মূল, চাঞ্চল্যশত ব র প্রার্থনার ক্ষেত্রে কেকেয়ীর ১৪ দিনের পরিবর্তে ১৪ বছর বলে ফেলা এইসব ঘটনায় ভাসের মৌলিকতার পরিচয় মেলে। ভাসের ভাষা

Scanned by CamScanner

সহজ, সরল ও প্রসাদগুণ সম্পন্ন। সংলাপগুলি সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর ও সপ্রাণ তথা বেগবান। কালিদাস এই নাটকের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই নাটকটি ভাসের প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করে।

উরুভঙ্গ :

উৎস—ভাস রচিত 'উরুভঙ্গ' নাটকটির উৎস বেদব্যাসের 'মহাভারতম্'। এই নাটকটি একান্ত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের। শেষ পর্বকে অবলম্বন করে এই নাটকটি রচিত।

কাহিনী—একমাত্র দুর্যোধন কৌরব পক্ষে বেঁচে আছেন। ভীম গদাযুদ্ধে অন্যায়ভাবে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করলেন। দ্রৌপদীর অপমাননার প্রতিশোধ নিলেন তিনি। শোচনীয়ভাবে দুর্যোধনের মৃত্যু হল।

নামকরণ—দুর্যোধনের উরুভঙ্গই এই নাটকের প্রধান বিষয়। তাই এর নামকরণ সার্থক।

ভাসের প্রতিভার মূল্যায়ন : ভাস অনেক মৌলিককাহিনী এই নাটকে সংযোজন করেছেন। দুর্যোধন ও ভীমের গদাযুদ্ধের সময় ব্যাস ও বিদুরের উপস্থিতি, যুদ্ধান্তে দুর্যোধনের পুত্র দুর্জয়ের আগমন, অশ্বত্থামা কর্তৃক দুর্জয়ের অভিষেক ইত্যাদি ভাসের কল্পনার চমৎকারিত্বের নির্দশন। সংস্কৃত সাহিত্যে উরুভঙ্গই একমাত্র বিয়োগান্ত নাটক। Winternitz বলেছেন—"It is the only tragedy in the whole of Sanskrit Literature". ভাসের ভাষা সহজ ও সুন্দর। সংলাপ বেগবান। এই নাটকের দুর্যোধন চরিত্র ট্র্যাজিক হিরো হিসেবে আকর্ষণীয়।

মধ্যমব্যায়োগ :

উৎস—ভাস রচিত 'মধ্যমব্যায়োগ' নাটকটি বেদব্যাসের 'মহাভারতম্' অবলম্বনে রচিত। তবে বলা ভালো যে, মহাভারতের চরিত্রগুলি নিয়ে ভাস এক্ষেত্রে নতুন একটি কাহিনী নির্মাণ করেছেন।

কাহিনী—হিড়িম্বার নররক্ত পিপাসা-চরিতার্থ করার জন্য পুত্র ঘটোৎকচ ব্রায়ণ কেশবদাসের তিন পুত্রের মধ্যম পুত্রকে নির্বাচন করলেন। ব্রায়ণের মধ্যম পুত্র ঘটোৎকচের অনুমতি নিয়ে জলাশয়ে পিপাসা-মেটাতে গেলেন। সে আসতে দেরী করল। ঘটোৎকচ মধ্যম মধ্যম বলে ডাকতে লাগলেন। মধ্যম পাণ্ডব ভীম এই সময় এসে উপস্থিত হলেন। ভীম তার পত্নী হিড়িম্বা ও ঘটোৎকচের সঙ্গে মিলিত হলেন।

নামকরণ—ব্রায়ণের মধ্যমপুত্র ও মধ্যমপাণ্ডব ভীমের নামানুসরণে এই নাটকের নামকরণ করা হয়েছে। এই নামকরণ সার্থক।

ভাসের প্রতিভার মূল্যায়ন—ভাসের কবি-কল্পনার চমৎকারিত্ব এখানে লক্ষ্য করা যায়। সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভীমের পুত্রবাৎসল্যের চিত্র এখানে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। ভাসের প্রতিভার বরদান এই নাটকটি।

অবিমারক :

উৎস—ভাস রচিত 'অবিমারক' নাটকটি লোকবৃত্তান্ত অনুসারে রচিত। এটি ছয়-অঙ্ক বিশিষ্ট পরিপূর্ণ নাটক জাতীয় রূপক। সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর'-এর কাহিনী অবলম্বনে নাটকটি রচিত হয়।

Scanned by CamScanner

কাহিনী—চণ্ডভার্গবের অভিশাপে সৌবীর রাজপুত্র বিষ্ণুসেন এক বছরের জন্য চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত-হন। তিনি 'অবি' বা মেষ রূপধারী অসুরকে মেরে অবিমারক নাম পান। তিনি কুন্তীভোজের কন্যা কুরঙ্গীকে মত্ত হাতির হাত থেকে রক্ষা করেন। কুরঙ্গী ও অবিমারক পরস্পরের প্রণয়ে আবদ্ধ হন। নারদের মুখে অবিমারকের আসল পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হলে নায়ক-নায়িকার মিলন হয়।

নামকরণ—নায়ক চরিত্রের নামানুসরণে এই নাটকের সার্থক নামকরণ করা হয়েছে।

ভাসের প্রতিভার মূল্যায়ন—ভাসের এই মিলনাত্মক নাটকটিকে অনেকেই Shakespeare-এর 'Romeo and Juliet' নাটকের সঙ্গে তুলনা করেন। ভাস-এর কাহিনী নির্মাণে ; চরিত্র-চিত্রণে ও সংলাপ-রচনায় অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

Scanned by CamScanner

প্রঃ মহাকবি ভাসের নাটকাবলীর পরিচয় দাও।

উঃ কালিদাস পরবর্তী নাট্যকারদের মধ্যে ভাস অন্যতম। কালিদাস তাঁর 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' নাটকে ভাসের নাম উল্লেখ করেছেন। কবি বাণভট্টর ভাস নাটকচক্রের প্রসিদ্ধির কথা বলেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত আমরা ভাসকে কেবল নামমাত্রই জানতাম। তাঁর রচিত কোনো-গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়নি। ১৯০৯-১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পণ্ডিত টি.গণপতি শাস্ত্রী দক্ষিণ ভারতের কেরল অঞ্চল থেকে তালপাতার পুঁথিতে লেখা ১৩টি নাটক আবিষ্কার করেন। তিনি দাবী করেন যে, এই তোরোখানি নাটকই ভাসের রচনা।

ভাস অবশ্যই কালিদাস পূর্ববর্তী। ড. পুসল্‌কারের মতে ভাস খ্রীষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতকের কবি। কিন্তু কীথের মতে, ভাস ৩০০ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্তী কোন সময়ের কবি।

ভাসের নাটকগুলিতে বিষয়বস্তুর দিক থেকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় যথা—

রামায়ণমূলক : 'প্রতিমা' ও 'অভিষেক' নাটক।

মহাভারতমূলক : 'দূতবাক্য', 'কর্ণভার', 'দূত-ঘটোৎকচ', 'মধ্যমব্যায়োগ', 'পঞ্চরাত্র', 'উরুভঙ্গ', এবং 'বালচরিত'।

ঐতিহাসিক বা বৃহৎকথামূলক : 'স্বপ্নবাসবদত্তা', প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ'।

অজ্ঞাতমূলক : 'অবিমারক' ও 'চারুদত্ত'।

প্রতিমা : নাটক সাত অঙ্কের। 'প্রতিমা' নাটক সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্রে রামচন্দ্রের বনগমন থেকে আরম্ভ করে রাবণ-বধ অন্তে সীতাসহ অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত ঘটনার সমাবেশ আছে। প্রতিমাগৃহের কল্পনাটি ভাসের-উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেয়।

অভিষেক : অভিষেক নাটক ছয় অঙ্কের। বালিবধ ও সুগ্রীবের অভিষেক থেকে নাটকটির সূত্রপাত। সীতার অগ্নিপরীক্ষা ও রামের অভিষেকপর্বে এর-সমাপ্তি।

দূতবাক্য : মহাভারত অবলম্বনে 'পঞ্চরাত্র' ছাড়া আর সব নাটকই একাঙ্ক। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের দূত হয়ে দুর্যোধনের সভায় পাণ্ডবদের জন্য রাজ্যভাগ দাবী করেন। দুর্যোধন সূচ্যগ্রভূমি দিতে তো অস্বীকার করেনই উপরন্তু, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বন্দী করতে চান। ধৃতরাষ্ট্রের অনুরোধে দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণের কোপ থেকে রক্ষা পান।

কর্ণভার : অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য কর্ণ রথে গমনোদ্যত। ইন্দ্র-ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে কর্ণের কবচকুণ্ডল প্রার্থনা করেন। ফলে, কর্ণ তার কানের কুণ্ডল ও অব্যর্থ কবচ দান করেন।

Scanned by CamScanner

দূত-ঘটোৎকচ : অন্যায়যুদ্ধে অভিমন্যু নিহত। অর্জুন শাস্তি দেবার জন্য উদ্যত। তাই কৌরবসভায় শান্তির-প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত। অপমানিত ঘটোৎকচ ধৃতরাষ্ট্রের কথায় শান্ত হন।

মধ্যমব্যায়োগ : মাতা হিড়িম্বার আহারের জন্য পুত্র ঘটোৎকচ এক ব্রাহ্মণ পরিবারের পুত্রকে আনতে যায়। 'মধ্যম'—এই মর্মে ঘটোৎকচের ডাক শুনে ভীম ব্রাহ্মণ পুত্রের পরিবর্তে নিজেকে উৎসর্গ করেন। ঘটোৎকচ সম্মত হয় না। পরপর যুদ্ধের পর ভীম স্বেচ্ছায় তার সঙ্গে গেলে স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে মিলিত হন।

পঞ্চরাত্র : এটি তিন অঙ্কে লিখিত নাটক। দুর্যোধন যজ্ঞ-শেষে আচার্য দ্রোণকে দক্ষিণা দিতে চাইলেন। দ্রোণ-পাণ্ডবদের জন্য রাজ্যার্ধ প্রার্থনা করেন। পঞ্চরাত্রির মধ্যে পাণ্ডবদের সংবাদ আনতে পারলে তবেই দুর্যোধন রাজ্যার্ধ দেবেন—শকুনি এই শর্ত যোজনা করেন। সংবাদ শোনা যায় যে, শুধু বাহুবলে কে-যেন কীচককে বধ করেছে। ভীষ্মের উপদেশে কৌরবগণ বিরাটরাজের বিরুদ্ধে গোহরণ যুদ্ধ আরম্ভ করল। যুদ্ধে পাণ্ডবদের খোঁজ-প্রকাশ পাওয়ায় দুর্যোধন তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন করলেন। এই হল নাটকের মূল বিষয়বস্তু।

উরুভঙ্গ : কুরুক্ষেত্রের শেষদিন গদাযুদ্ধে ভীম কর্তৃক দুর্যোধনের উরুভঙ্গ—এই হল নাটকের ঘটনা। দুর্যোধনের বেদনা ও অনুতাপের মধ্যেই নাটকের সমাপ্তি। সংস্কৃত সাহিত্যে একমাত্র 'দুঃখান্তক নাটক' বা Tragedy.

বালচরিত : রাত্রির ঘোর অন্ধকারে বাসুদেব নবজাত শ্রীকৃষ্ণকে যমুনা পার হয়ে নন্দগোপের গৃহে রেখে আসেন। এদিকে কংস দেবকীপুত্রের হাতে নিধনের ভয়ে দুঃস্বপ্নের মধ্যে কাল কাটাচ্ছেন। শত্রুর বধোদেশে কংসের সভায় মল্লযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ পক্ষান্তরে কংসকেই মেরে ফেলেন।

প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ণ : এটি চার-অঙ্কের নাটক। কৌশাম্বীর রাজা উদয়ন-সঙ্গীতে ও হস্তীর শিকারে দক্ষ। প্রদ্যোত মহাসেন উদয়নকে বন্দী করেন এবং তাঁর কন্যা বাসবদত্তার সঙ্গীত শিক্ষার জন্য তাঁকে ধরে রাখেন। যৌগন্ধরায়ণ প্রভু উদয়নকে মুক্ত করেন এবং বাসবদত্তার সঙ্গে উদয়নের বিবাহ হয়।

স্বপ্নবাসবদত্তা : 'প্রতিজ্ঞা' নাটকের উপসংহার এই নাটক। এটি ছয়-অঙ্কে লিখিত নাটক। উদয়নের রাজ্য শত্রু-কর্তৃক আক্রান্ত হয়। বিচক্ষণ মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ শত্রুদমনের উদ্দেশ্যে মগধের রাজশক্তির সঙ্গে আত্মীয়তার জন্য উদয়নের বিবাহ ঘটাতে চাইলেন। বাসবদত্তার সম্মতিতে বাসবদত্তা যে অগ্নিদাহে-মৃত এই সংবাদ রটনা করে তিনি মগধরাজকন্যা পদ্মাবতীর সঙ্গে উদয়নের বিবাহের ব্যবস্থা করেন। বাসবদত্তা যে তার ভগ্নী এই পরিচয় দিয়ে তিনি গোপনে তাকে পদ্মাবতীর কাছেই রেখে দেন। শেষে তার পরিচয় প্রকাশ পায়।

অবিমারক : এটি ছয়-অঙ্কের নাটক। অবিমারক সৌবীর রাজপুত্র। অভিশপ্ত হয়ে নীচজাতির মতো বাস করত। যুবক-ছদ্মবেশে রাজকন্যা কুরঙ্গীর সঙ্গে মিলিত হয়। শেষে অলৌকিক ঘটনার মধ্য দিয়া উভয়ের বিবাহ হয়।

চারুদত্ত : এটি চার-অঙ্কে লিখিত অসমাপ্ত নাটক। দরিদ্র ব্রাহ্মণ চারুদত্ত ও নটী বসন্তসেনার প্রেমকাহিনী এটি। শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' সম্ভবত এই কাহিনী অবলম্বনে রচিত।

Scanned by CamScanner

ভাসের প্রতিভার সার্বিক মূল্যায়ন : ভাসের রচিত নাটকের সংখ্যা-তেরো। এই তেরোটি নাটকেই রয়েছে পৃথক কাহিনী। এই বৈচিত্র-পূর্ণ রচনাগুলি ভাসের প্রতিভার পরিচায়ক।

রামায়ণমূলক রচনাগুলির মধ্যে প্রতিমা নাটকটিই উৎকৃষ্ট। অভিষেক নাটকটিতে বাল্মীকি রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, সুন্দরকাণ্ড ও যুদ্ধকাণ্ডের কাহিনীকে খুব-সংক্ষেপে পরিবেশন করা হয়েছে। ভাসের রচিত মহাভারতমূলক নাটকগুলি বেশি আকর্ষণীয়। কর্ণভার, উরুভঙ্গ, দূতবাক্য, দূত-ঘটোৎকচ, পঞ্চরাত্র ও মধ্যমব্যায়োগ এই পাঁচটি নাটকেই নাট্যকারের কল্পনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

কর্ণভার নাটকে কর্ণের দানবীর চরিত্রটি সুন্দরভাবে উপস্থাপিত। ভাসের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল তার নাটকে তিনি অনেক নীতিমূলক কথা চরিত্রগুলির মুখে যোগ করেন। কর্ণের মুখে এই ধরনের কথা শোনা যায়। ছদ্মবেশী ইন্দ্রকে কর্ণ যখন কবচকুণ্ডল দান করছেন, তখন শল্য তাকে নিষেধ করেন। কিন্তু, কর্ণ তা শোনেন নি। তিনি বলেন—

"শিক্ষা ক্ষয়ম্ গচ্ছতি কালপর্য্যযাত
সুবন্ধমূলা নিপতন্তি পাদপাঃ।
জলম্ জলস্থানগতম্ ক শুষ্যতি
হুতম্ ক দত্তম্ ক তথৈব তিষ্ঠতি।"

অর্থাৎ, কালের গতিতে শিক্ষা ক্ষয় হয়ে যায়, সুবন্ধমূল বৃক্ষ পতিত হয়, জলাশয়ের জল শুকিয়ে যায়, কিন্তু আত্মত্যাগ কিংবা দান কালের প্রভাবকে অস্বীকার করে রক্ষা পায়।

মধ্যমব্যায়োগ নাটকে ভীমের পত্নী-হিড়িম্বার পতিকে পাওয়ার ইচ্ছা, ঘটোৎকচ ও মধ্যমের তাদের মাতার প্রতি-আনুগত্য সুন্দর ভাবে প্রকাশিত। শেষ পর্যন্ত পিতা-পুত্রের যুদ্ধ এবং মাতা-পিতা ও পুত্রের মিলন দৃশ্য দর্শকদের হৃদয়-ভরে দেয়। উরুভঙ্গের ট্র্যাজিক রস যে কোনো পাঠক বা দর্শককে মুগ্ধ করে। সংস্কৃত সাহিত্যে তখনও পর্যন্ত কোনো ট্র্যাজেডিই রচিত হয়নি। উরুভঙ্গই সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথম ট্র্যাজেডি। এই নাটকের দুর্যোধন চরিত্রটি বেদনাকরুণ। বিশেষ করে যখন দুর্যোধন মৃত্যু-পথযাত্রী যখন তার শিশুপুত্র তার-সঙ্গী হতে চাইলে তিনি তাকে ভীমের সাহায্য নিতে বলেছেন। এই সময়ে দুর্যোধনের কথাগুলি মর্মস্পর্শী। দূতবাক্য, দূত-ঘটোৎকচ ও পঞ্চরাত্র নাটকের ঘটনা-বিন্যাসে নাট্যকারের নিপুণতা-দৃষ্ট হয়। মহাভারতের খুব সামান্য ঘটনাকে অবলম্বন করে নাট্যকার তার কল্পনা-প্রতিভাবলে অসাধারণ নাট্যগুণ-সমন্বিত কয়েকটি নাটক উপহার দিয়েছেন। ভাসের রচিত উদয়নবৃত্তান্ত আশ্রিত নাটক স্বপ্নবাসবদত্তা ও প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ একে অপরের পরিপূরক। স্বপ্নবাসবদত্তম ভাসের নাটকচক্রের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। রাজশেখর এই নাটকটি সম্পর্কে বলেছিলেন ভাসের অন্যান্য নাটক সমালোচনার আগুনে-দগ্ধ হলেও স্বপ্নবাসবদত্তা রক্ষা পাবে। এই নাটকের চরিত্র-চিত্রণ, সংলাপ রচনা কাহিনী-গ্রন্থন সর্বত্রই ভাসের কৃতিত্বের ছাপ আছে। ভাস তার নাটকের কাহিনী-বিন্যাসে অজস্র পতাকাস্থানের প্রয়োগ করেছেন। প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ নাটকে রাজকন্যা বাসবদত্তার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব এসেছে তাঁদের মধ্যে কার-হাতে বাসবদত্তাকে সমর্পণ করবেন, এই কথা জিজ্ঞাসা করছেন ঠিক সেই মুহূর্তে কাঞ্চুকীয় মঞ্চে প্রবেশ করে উদয়নের আগমন-সংবাদ নিবেদন করে বললেন 'বৎসরাজঃ'। এই বক্তব্যে দর্শকমণ্ডলী

Scanned by CamScanner

বুঝতে পারল যে, বাসবদত্তার যোগ্যপাত্র বৎসরাজ উদয়ন। ভাসকে অনেকেই মহাক
বলেছেন। আমরা ভাসের রচনাবলী ও তার কবি-প্রতিভার যে পরিচয় দিয়েছি তাতে স্প
যে ভাস অদ্বিতীয় প্রতিভাসম্পন্ন কবি। সংস্কৃত সাহিত্যে তার নাম স্বর্ণাক্ষরে-লিখিত।

Scanned by CamScanner